

Date : 02-02-2017

Enclosed is the news clipping of 'Eai Samay', a Bengali daily dated 31st January 2017, the news item is captioned 'মথুরাপুরে ম্যানগ্রোভের ধ্বংসলীলা'।

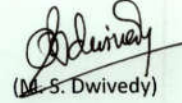
Principal Chief Conservator of Forest is directed to submit a detailed report regarding the steps taken to restrain the indiscriminate deforestation of mangrove forest. Such report should reach this Commission by 27th February, 2017.

S.P. 24 Parganas (South) is also directed to furnish a report together with a copy of FIR appearing to have been lodged by the Panchayet Pradhan, Sri Raj Krishna Bairagi.



(Justice Girish Chandra Gupta)

Chairperson



(S. Dwivedy)

Member



মথুরাপুরে ম্যানগ্রোভের ধ্বংসলীলা

শুভেন্দু হালদার ■ ডায়নত হারবার

বিশ্ব উন্নয়নের হাত থেকে সুন্দরবনে রক্ষা করার জন্য ম্যানগ্রোভ রক্ষার দাবি যেমন জোরালো হয়েছে, তেমনি সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ কেটে মাছের ভেড়ি তৈরি করার অভিযোগ উঠেছে বারে বারে। সেই ঘটনা বারে বারে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে এসেও এক শ্রেণির মানুষের খে খাঁশ ফেরেনি তা আবার প্রমাণ হল। যোগ সুন্দরবনের কোর এলাকার মধ্যে আবার একতরফে পর একর ম্যানগ্রোভ নিক্ষেপের ক্ষয় করে মাছের ভেড়ি গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে। সমগ্র মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের নগরপুত্র গ্রামপঞ্চায়েতের ঠাকুরান ও মণি নদীর মোহনায় ভুবনেশ্বরী চর ও সাহেবের ধীপে প্রায় ১০০ একর ম্যানগ্রোভের ধ্বংসলীলা চলছে অব্যাহত। কাটা হয়েছে বাইশ, তরা, মেহগনি, গরন, বর্ষা, গর্জন, কেওড়া ও পেঁয়ো প্রজাতির দামি ম্যানগ্রোভ। ওই সব কাটা মাছের মূল্য কেটে টাকা ছাড়াবে বলে স্থানীয়দের অনুমান।

এই বনভূমি বানর, পাখি, কুমির, হরিণের স্বাভাবিক বাসস্থান। ফলে এই সব প্রাণীর বিপন্ন হয়ে পড়ছে। নিক্ষেপের গাছ কাটার পশাপাশি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে চলছে মাটি খেঁড়ার কাজ। যেখানে গড়ে তোলা হবে মেঘে ভেড়ি। জঙ্গলের মার নেড় কিম্বা দুই নলগড়া বিট অফিস ও ছয় কিমি দুই রায়সিঙির বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিস ও থানা। থানা, রেঞ্জ অফিসের অধিকারিক ও কর্মীদের বারে বারে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এখানকার এক শ্রেণির অফিসার ও কর্মীদের মততে চলছে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস। পরে বিহারী নজর আনার পর গত ডিসেম্বরের ৫ ও ৬



ভেড়ি তৈরির জন্য মাটি কাটা হচ্ছে সুন্দরবনের গর্জীর

— এই সময়

তারিখ রায়সিঙি থানায় এফআইআর ও মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন-র কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানান এলাকার বাসিন্দা মুন হালদার ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজকুমার বৈরাণী। অভিযোগ জানানো হয় রায়সিঙি বনদপ্তরের রেঞ্জ অফিসারের কাছে। সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'ম্যানগ্রোভ না কাটলে সুন্দরবন বাঁচবে না।

প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানোর পরও অভিব্যক্ত্য বহু তথ্যেরে কাজ চলিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে দপ্তরের বর্তমান মন্ত্রী মথুরাপুর পাখিরা বলেন, 'বনদপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ক্রম বাবস্থা নেওয়া হবে। অভিব্যক্ত্য যতই প্রভাবশালী হোক যোগ্য হবেই।'

এই ক্ষয়নের পাশেই বসবাসকারী পূর্ব শ্রীধরপুর, মেহরল, মৈত্রী শেখীপুর, কুসুমুতি এলাকার প্রায় পঞ্চাশ হাজার পরিবার প্রত্যেক বছর বন সমর বন্যার আশঙ্কায় ভোগে। রায়সিঙি থেকে উত্তর-পূর্বে ৬ কিমি থেকে পড়বে ঠাকুরান ও মণি নদীর মোহন। এখান থেকেই শুরু হচ্ছে কেওড়া এলাকা। এখানে একতরফে পর একর ম্যানগ্রোভ জঙ্গল। বেয়াইনি জা ম্যানগ্রোভ কাটার কাজ শুরু হয় বিদ্যমানের নির্মাণের পর থেকে। অভিযোগ রায়সিঙির এক প্রত্যক্ষদর্শী ব্যবসায়ীর মততে জনা দশেক গ্রামবাসী নলক নিয়ে মাছের ভেড়ি গড়ে তোলার জন্য ম্যানগ্রোভ কাটা শুরু করে। গাছ কেটে অব্যাহত পাচার করে বিক্রিও চলছে। পঞ্চায়েত প্রধান রাজকুমার বৈরাণী অভিযোগ, 'বিহারী নজর আনার পর থানায় এফআইআর করেছি। সি পুত্রি অভিযুক্তদের বিক্রিও কোনও মামলা শুরু করেনি। বনদপ্তরের সি অফিস ও রেঞ্জ অফিসে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। বিডিও, মহকুমা শাসক জেলা শাসক ও সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়েছি। তারপরও কোন পদক্ষেপ নেয়নি প্রশাসন। ফলে নিক্ষেপের ম্যানগ্রোভ ধ্বংস চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মুখ্য বন্যাবিকারিত তৃপ্তি সাহা বলেন, 'বিহার আমাদের নজরে এসেছে। এলাকাটি বনদপ্তরের আওতাধীন কি না, তা যাচাই করে খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'